চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন হয়েছে : প্রেসনোট

প্রাথমিক শিক্ষকদের ধর্মঘট থেকে বিরত থাকার আহ্বান

সরকার জানিয়েছেন যে, গত ৬ই মার্চ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির প্রতিটি ধারা সরকারের তরফ থেকে পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করা হয়েছে। বর্তমানে দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বেতনক্রম নির্ধারণের যে দাবী সমিতি তুলেছে তা সকল সরকারী কর্মচারীর একটি সামগ্রিক বিষয় এবং সেই হিসেবে তা জাতীয় পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকার আশা করেন যে প্রাথমিক শিক্ষকরা সমগ্র বিষয়টি সম্যক উপলব্ধি করবেন এবং ধর্মঘট বা অন্য কোনরূপ বিশৃংখলামূলক কর্মপন্থা থেকে বিরত থেকে সরকারী কর্মচারী হিসেবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবেন।

শনিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রকাশিত এক প্রেসনোটে একথা বলা হয়।

প্রেসনোটের পূর্ণ বিবরণ :

সরকার অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন যে কিছুসংখ্যক ব্যক্তি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দাবী-দাওয়া আদায়ের নামে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন এবং কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান ও অনশন ধর্মঘট শুরু করেছেন। তাঁদের কথিত যে তিনটি দাবী সম্পর্কে জানা গেছে, সেগুলি হলো : (১) জনাব আবুল কালাম আজাদের মুক্তি, (২) সমি-

(৩-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

তির সঙ্গে সরকারের ৬ই মার্চ, ১৯৮১ তারিখে সম্পাদিত চুক্তি বাস্তবায়ন এবং (৩) দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন স্কেল পুনর্নির্ধারণ।

প্রথম দাবীটি সম্পর্কে বলা যায় যে জনাব আজাদের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট মামলা মাননীয় আদালতের বিচারাধীন আছে। সেই জন্য এই বিষয়ে কোন মতামত ব্যক্ত করা সমীচীন হবে না।

৬ই মার্চ সরকারের সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির যে চুক্তি হয়েছিল তা ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে। ঐ চুক্তির ধারাগুলি হচ্ছে : (১) বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি প্রস্তাবিত প্রাথমিক শিক্ষা অধ্যাদেশ ১৯৮১ প্রকাশ ও প্রচারে পূর্ণ সম্মতি জ্ঞাপন করছে, (২) উপরোক্ত আইন ৭ই মার্চ, ১৯৮১ তারিখ অথবা তৎপূর্বে প্রণয়ন এবং প্রকাশ করার সাথে সাথে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি আহূত সকল প্রকার আন্দোলন, ধর্মঘট, হরতাল ইত্যাদি যাবতীয় কর্মসূচী উপরোক্ত সমিতি প্রত্যাহার করবেন এবং সকল প্রাথমিক শিক্ষককে আগামী ৯ই মার্চ, ১৯৮১ তারিখে কাজে যোগদানের জন্য প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি আহ্বান জানাবেন। (৩) ধর্মঘটকালীন সময়ের দরুন উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য কোন প্রাথমিক শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোন প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সরকার কর্তৃক নেওয়া হবে না। ধর্মঘটকালীন সময়ের জন্য (৯ই মার্চ পর্যন্ত) প্রাথমিক শিক্ষকগণ বেতন, ভাতা ও অন্যান্য প্রাপ্য সুবিধাদি পূর্ণরূপে পাবেন এবং চাকরির ধারাবাহিকতা ব্যাহত হবে না। (৪) প্রাথমিক শিক্ষকদের ১-৭-৭৩ তারিখের সরকারীকরণের পূর্বকালীন চাকরির সময়কালের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সরকারী চাকরি হিসাবে গণ্য করে পেনশন ও গ্র্যাচুইটি হিসাবের জন্য সংযোজিত হবে এবং সরকারী কর্মচারীর জন্য প্রযোজ্য আইন মোতাবেক সকল সুবিধা দেয়া হবে। (৫) উপরোল্লিখিত যুক্ত সিদ্ধান্ত আজই সকল প্রচার মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হবে।

এই সকল বিষয়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি নিম্নরূপ :

(১) প্রস্তাবিত প্রাথমিক শিক্ষা অধ্যাদেশ যথাসময়ে প্রকাশ ও প্রচার করা হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে উক্ত অর্ডিন্যান্সকে জাতীয় সংসদের মাধ্যমে আইনে রূপান্তরিত করে ৩০শে এপ্রিল গেজেটে প্রকাশ করা হয়। এই আইন গত পহেলা ডিসেম্বর ১৯৮১ থেকে কার্যকর করা হয়েছে।

(২) নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে উক্ত আইন প্রণয়নপূর্বক ৬ই মার্চ, ১৯৮১ তারিখে গেজেট প্রকাশ করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষকগণ ৯ই মার্চ তারিখে ধর্মঘট ইত্যাদি কার্যক্রম প্রত্যাহারপূর্বক কাজে যোগদান করেন।

(৩) ধর্মঘটকালীন সময়ের জন্য কোন শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই এবং সকল শিক্ষকই উক্ত সময়ের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি পূর্ণভাবে পেয়েছেন এবং চাকরির ধারাবাহিকতা ব্যাহত করা হয় নাই :

(৪) প্রাথমিক শিক্ষকদের ১-৭-৭৩ তারিখের পূর্বের চাকরির সময়কালের শতকরা ৫০ ভাগ সরকারী চাকরি হিসাবে গণ্য করে তাঁদের পেনশন ও গ্র্যাচুইটি প্রদানের বিষয়ে গত ১-৭-৮১ তারিখের শাঃ৮/৬জি-১/৮০/১৯৮-শিক্ষা নং সরকারী আদেশ জারি করা হয়েছে এবং গত ১৮-১১-৮১ তারিখের শাঃ৮/৬জি-১/৮০/৫৩৮-শিক্ষা নং সরকারী আদেশে উক্ত শর্তে প্রাথমিক শিক্ষকদের পেনশন ও গ্র্যাচুইটি প্রদানের জন্য বিস্তারিত নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সরকারী কর্মচারীর জন্য প্রযোজ্য আইন মোতাবেক প্রাথমিক শিক্ষকগণকে অপরাপর সকল সুবিধা দেয়া হচ্ছে।

অতএব, ৬ই মার্চের চুক্তির প্রতিটি ধারার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সরকারের পক্ষ থেকে করা হয়েছে।

তৃতীয় যে বিষয়টি দাবীরূপে উত্থাপন করা হয়েছে অর্থাৎ দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বেতনক্রম নির্ধারণ, তা সকল সরকারী কর্মচারীর একটি সামগ্রিক বিষয় এবং সেই হিসাবে সেটা জাতীয় পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে হবে ;

উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিতে সরকার আশা করেন যে প্রাথমিক শিক্ষকরা সমগ্র বিষয়টি সম্যক উপলব্ধি করবেন এবং ধর্মঘট বা অন্য কোনরূপ বিশৃংখলামূলক কর্মপন্থা থেকে বিরত থেকে সরকারী কর্মচারী হিসাবে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবেন।